তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৫০

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি বিএসএমএমইউ-এর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম।
তারিখ- ০৮-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ প্রিয় দর্শক দেশের কোভিড পরিস্থিতি আবারো খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো রেকর্ড হচ্ছে| কখনো মৃত্যুর সংখ্যার রেকর্ড কখনো সর্বোচ্চ আক্রান্ত বা শনাক্তের রেকর্ড কখনো পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হারের রেকর্ড| এ অবস্থা কতদিন চলবে সেটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না কারণ যে লকডাউন শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউনের নামে সেটি ইতোমধ্যে অনেকটা ঢিলেঢালা হয়ে গেছে যদিও আরো এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে কিন্তু তারপরেও এটি আর কন্টিনিউ করবে কিনা সেটি নিয়েও অনেকের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে কেননা সামনে ঈদ- উল- আযহা| অনেকেই.. বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করছেন যে ঈদ- উল- আযহার সময় যে সংক্রমণ টা হবে সেটি আরেকটি ধাপ, আরেকটি নতুন ধাপে নিয়ে যাবে ঈদের পরে মানুষকে| সেক্ষেত্রে এই লকডাউন কন্টিনিউ করবে কি করবেনা সেটি একটি বড় প্রশ্ন| দ্বিতীয়ত হচ্ছে জীবন জীবিকার জন্য মানুষকে এইযে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা সেখানে জীবিকাটাই এখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে ঘরের বাইরে বের হতে হচ্ছে| বাংলাদেশের আর্থিক সামর্থের বিবেচনায় অনেকে মনে করেন যে মানুষকে ঘরে রেখেই আসলে লকডাউন টা করা যেত যদি সবার ঘরে ঠিকমতো সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যেত, সবার ঘরে বলতে যাদের প্রয়োজন আসলে, সেটিও হচ্ছে না| টিকা নিয়ে এক ধরনের সংকট এখনো আছে অনিশ্চয়তা রয়েছে| কিছু টিকা ইতিমধ্যেই এসেছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটি অপ্রতুল যদিও প্রধানমন্ত্রী বারবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন যে সবাইকে টিকার ব্যবস্থা করা হবে সবার জন্যে এবং যেখান থেকে যেভাবে পারে যত টাকা খরচ করে হোক টিকা আনা হবে| সব মিলিয়ে আসলে এই কোভিড পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং এর থেকে বের হবার উপায় কি সেসব বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ঢাকার ধানমন্ডি থেকে যুক্ত হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে যুক্ত হচ্ছেনপপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম| স্বাগতম আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়| প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সর্বশেষ অবজারভেশন কি? ডা.খান

ডা. কামরুল হাসান খানঃ ধন্যবাদ জনাব জিল্লুর রহমান এবং ধন্যবাদ অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম এবং যারা দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই| বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা গত সাতদিন.. সাতদিন ধরে আমরা শতাধিক মৃত্যুর আবেশ পাচ্ছি এবং আজকেও সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে| পাশাপাশি আজকের যেটা বিষয় অনেক দিন ধরে বাড়ছে..জুন মাস থেকে বাড়ছে মানে এই সমকালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংক্রামন, সেটি দাঁড়িয়েছে ১১হাজার ৫২৫ এবং শতাংশ হিসেবে ৩১.৪৬ শতাংশ| এই অবস্থাটা যেভাবে বাড়ছে আজকের লকডাউন এর সাত দিন| সেকারণে এই জায়গাটা আমাদের জন্য চিকিৎসকের.. চিকিৎসক হিসেবে স্বস্তিকর মোটেও নয়| কারণ এই মুহূর্তে যদি বাড়তেই থাকে তাহলে আমরা বড় কোন সংকটে পড়ে যাব| কারণ হচ্ছে যে আমাদের হাসপাতালে সাময়িকভাবে যে সক্ষমতা রয়েছে সেটা যদি আমরা অতিক্রম করে ফেলি ভর্তি যোগ্য রোগীদের দ্বারা তাহলেই বলব এটা বড় সংকট হবে| সংক্রামন বারলে সর্বোপরি মৃত্যুর হারও বাড়ে| কিন্তু এই জায়গাটা অবশ্যই আমাদের আটকানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে| লকডাউন চলছে গত পহেলা জুলাই থেকে এবং আ টাশে 28 শে জুন থেকে

সীমিতভাবে লকডাউন বলা হয়েছে| একটি বিষয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করি গত বছর ৮ মার্চ থেকে যখন সংক্রমনের শুরু হল বাংলাদেশে তখন থেকেই কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি আমরা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে| যেটি একটি আন্তর্জাতিক গাইডলাইন| আমরা কিন্তু এই জায়গাটায় একটা দুর্বলতা দেখছি যে মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেরকম সফলতা অর্জন করতে পারিনি| এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এই সংক্রামনের অনেক আলোচনা বা বিশ্লেষণ অনেক হবে সেখানে আমাদের মূল রক্ষাকবচ হলো স্বাস্থ্যবিধি| যে বিষয়গুলো আমরা বারবার বলছি বা আপনারা বলছেন গণমাধ্যম বলছে সেই মাস্ক বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহারটা বা আপনার শারীরিক দূরত্বতা ভিড়এড়িয়ে চলা, বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এই বিষয়টাতে কেন আমরা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন আমরা গুরুত্ব দিলামনা| কারণ এটাতো বিশ্ব থেকে কোন সময়ে কিন্তু যে করনা চলে যাচ্ছে করনা যে একেবারে কমে যাচ্ছে বা এ ধরনের কোনো বার্তা তো বিশ্ব থেকে পাওয়া যায়নি| আমরা এখনো দেখছি যে আমাদের পাশের দেশ ভারতে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে করেছে তারা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে নিয়ন্ত্রণের রেখায় চলে এসেছে| কিন্তু তাদের মধ্যে উদ্বিগ্ন আছে যে আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর এ আবার তৃতীয় কেউ হতে পারে| এখন অস্ট্রেলিয়াতে লকডাউন চলছে, আপনার জাপানে লকডাউন চলছে, ব্রিটেনে..ব্রিটেনে আপনার আবার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নতুন করে, ইউরোপেও একটা নতুন সংকট হচ্ছে, ফ্রান্সে অবস্থা ভালো না| সেই কারণে আমাদের দেশে.. এই স্বাস্থ্যবিধি টা কেন আমরা বলেছি| আমরা ধরেন যে সরকারের পক্ষ থেকে বা বিশ্বের পক্ষ কখনই কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি নিষিদ্ধ করা হয়নি বিগত ১৬ মাসে। ওই জায়গাটায় আমরা…

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু মানুষ মানছে না কেন.. মানছে না কেন?

ডা. কামরুল হাসান খানঃ মানুষ মানছে...শুনেন এখানে একটা কথা আছে। আইন বা নিদর্শনার সেটা কিন্তু মানুষকে কখনোই কোন দেশপই কিন্তু সহজে মানেনা, মানাতে হয়। একটা আইন যখন আমারা বাস্তবায়ন করি, তখন তো আপনাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বা আইন বাস্তবায়নের যে সংস্থাগুলো আছে আগে সেই জায়গাটায় তৎপরতা থাকতে হবে| মানুষ এমনি এমনি কোন দেশের মানে না সেটা আপনি দেখেছেন| এ করোনাকালের আমেরিকার মতো জায়গায় কিনা হয়েছে| আপনি যদি দেখেন সেখানে ক্যাপিটল হিলে যখন অ্যাটাক হল, ক্যাপিটল হিলের মত জায়গাতে সেখানে তারা মাস্ক পড়া ছিলবা তাদের কোনো.. তখন তো আমেরিকাতে পিক ছিল|সেই কারণে মানুষকে মানাতে হয় এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা বারবার দূর্বলতার দেখেছি| এই জায়গাটায় আমরা যেটা মনে করি যে বারবার বলেছি এখানে জনসম্পৃক্তিটা সেরকম ভাবে হয় নাই| সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়| সেজন্য আমাদের জনপ্রতিনিধি বা আপনার সামাজিক শক্তি বা স্বেচ্ছাসেবক এদের নিয়ে যদি স্কোয়ার্ড করে করে আমরা যদি ব্যবস্থাটি করলাম বিভিন্ন সংস্থা গুলো আছে সেই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের যে সামাজিক আন্দোলন, বারবার বলেছে একটা সহযোগিতামূলক দরকার| আপনি যখন আপনার পরিবারকে যখন কথাগুলো বলবেন তখন যেভাবে শুনবে আরেকজনের কথাগুলো শুনবেনা| সেই কারণে সামাজিক আন্দোলন আমরা ডেভলপ করতে পারিনি| যা হয়ে গেছে গেছে এখন কিন্তু আমাদের কোন স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আপোষ করার সুযোগ নেই| যেভাবে বাড়ছে আমাদের প্রধান দায়িত্ব মানুষকে বাঁচানোর| সেখানে মানুষকে বাঁচাতে সংক্রামন কমাতে হবে এবং মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে| তো সেই হিসেবে আজকে ধরেন যে লকডাউন টা তো সাময়িক বিষয় দীর্ঘদিন তো লকডাউন করতে পারবে না| একদিন কিন্তু এই লকডাউন জনজীবন অচল করে দিবে তখন নতুন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে| সে কারণে সামনে ঈদ আছে, ঈদকে নিয়ে নানান আলোচনা চলছে| আমাদের কাছে মনে হয় যে ধরেন যে লকডাউন যে পরিস্থিতি আছে সেখানে তিন সপ্তাহ লকডাউন থাকা উচিত টানা তাহলে আমাদের নিম্ন.. নিচে আসার চেষ্টা করবে| বাংলাদেশে কিন্তু লকডাউনে আমরা সুফল পেয়েছি| প্রথমবার পেয়েছি গত বছর এবং এবার পাচ্ছি এপ্রিল থেকে যখন দেওয়া হল তখন কিন্তু আপনার সংক্রমণের হার ছিল ২৩ শতাংশ উপরে| সেখানে কিন্তু নেমে নেমে ৭ শতাংশে চলে এসেছে| সে কারণে আজকে আমাদের অল আউট সর্বাত্তক এবং সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা নিতেই হবে| আমাদের আপসের কোনো সুযোগ নেই| সে

কারণে আপনি যেটা বলেছেন এটা আমরা সবসময় বিবেচনায় দেখেছি যে আপনার এইজে খেটে খাওয়া মানুষ কর্মহীন মানুষ বা উপার্জনহীন মানুষ তাদের তো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে| সেখানে তারা ঘরে খাবার না থাকলে বা ঘরে যদি তার সন্তান না খেয়ে থাকে তাহলে তো তাকে ঘরের আটকানো.. ঘরে আটকিয়ে রাখা যাবেনা| এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিষয়টা বিবেচনা করেছেন এবং ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি ঈদের আগে ১ কোটি মানুষকে দশ কেজি করে চাল দেয়া হবে| এদের বেশকিছু প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে| তারা একটি নাম্বার দিয়েছে ট্রিপল থ্রি এখানে টেলিফোন করলে যে সমস্ত মানুষ অন্যের কাছে হাত পাততে পারে না তারা টেলিফোন করে সেখান থেকে খাদ্য সহায়তা পাবে তারা পাচ্ছেও বলে আমাদের কাছে যে পত্রিকার খবর আমরা দেখি সেখানে পাচ্ছে তারা| সেই হিসেবে আমি যেটা মনে করি এখন যে পরিস্থিতি বিশেষ করে আজকে যে সংক্রমণের হারটি এবং সেখানে একটি ভয়ঙ্কর দুটি বিষয় আছে| এরমধ্যে আগে এক সময় মনে হতো বয়স্কদের রোগ এবং এটা ধনীদের রোগ এবং এটা শহরকেন্দ্রিক রোগ| কিন্তু... কিছু নেই কারণ হচ্ছে এখানে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে আর শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক সবাই আক্রান্ত হচ্ছে এবং এখানে কিন্তু কোন ধরনের ভেদাভেদ নেই| সে কারণেই আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে আমাদের..আমরাতো ভ্যাকসিন দিয়ে এই মুহূর্তে কভার করতে পারবোনা,ভ্যাকসিন দিয়ে যে ইউনিটে ডেভেলপ করা সে তো কমপক্ষে এক বছর লাগবেই| আর এখানে ভ্যাকসিন আসছে সেটা নিয়ে পরে বিশ্লেষণ...

জিল্লুর রহমানঃ জি আমরা পরে আলোচনা করবো নিশ্চয়ই|

ডা. কামরুল হাসান খানঃ সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি বা লকডাউন আমাদের এখানে কঠোরভাবেই থাকবে এবং সেই ভাবে আমাদের এখন মানুষকে বুঝিয়ে বা বাধ্য করে বা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে|

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর মঈনুল ইসলাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ..

মঈনুল ইসলামঃ ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই, আপনি এবং সহ সহআলোচক অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান স্যার এবং একই সাথে যারা দেখছেন এবং শুনছেন সবাইকে করোনাকালীন এই সময় নিরাপদ জীবন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার মূল্যায়নটা শুরু করছি| তোর যে কথা একটু আগে আমার সহআলোচ কবলছিলেন যে যদি এই বর্তমান যে অবস্থা টি লক্ষ্য করতে পারছি এটা আপনি আমরা সবাই অনুধাবন করতে পারছি যে বাংলাদেশ একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে পার করছে এবং লকডাউনে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এখনো কিন্তু আসল কোনো সাফল্য আসেনি বরঞ্চ দেখতে পাচ্ছি যে রেকর্ডের পর রেকর্ড ছুঁয়েছে| সেটা সংক্রামন মৃত্যু দুইটিই দেখছি| সামনে রয়ে গেছে আমাদের কুরবানী ঈদ বা ঈদুল আযহা যেটি রয়েছি| ফলে ঐ সময়ও যে আবার একটা সংক্রমণ বাড়ার ঝুঁকি বা সম্ভাবনার মধ্যে আমরা রয়েছি এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে প্রতিবেদন দিয়েছে বাংলাদেশের দেখা যাচ্ছে সে প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ৬৪ টি ডিস্ট্রিক বা জেলার মধ্যে ৫২ই কিন্তু অতি উচ্চ ঝুঁকিতে এখন অবস্থান করছে| এরমধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ৩৪ টি জেলায় এখনো কোনো আইসিও নেই| যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল আরো অনেক আগেই আমরা এই যে ধরেন আইসিও গুলো যে এক দেড় বছর সময় পেলাম এর মধ্যে যে কিছু করতে পারলাম না মানে অবশ্যই আমাদের অগ্রগতি আছে কিন্তু তারপরেও যে এই আইসিও গুলো চালানোর মত দক্ষ জনগণ লাগবে সেখানেও জানতে পারছি যে হেলথ সেক্টরে দেখা যাচ্ছে এখনো মানে অনেক জনগণের ঘাটতি কিন্তু রয়েছে এবং সেই পদ গুলো কিন্তু এখনো পূরণ হয়নি এই যে দেড় বছর সময় আমরা পার করলাম তাহলে মন্ত্রনালয় কি করলো| অক্সিজেনের অভাবে যে সকল মানুষের মৃত্যু হচ্ছে পত্র-পত্রিকা দেখছি বগুড়ার ঘটনা দেখলাম দেখেন স্বাস্থ্য তো আমাদের একটা মৌলিক অধিকার, অক্সিজেনের অভাবে আমাকে মৃত্যু হতে হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না| এই মৃত্যুর দায় কে নিবে| এই জায়গা গুলো কোন রাষ্ট্রের জায়গা থেকে অনেক বড় একটা প্রশ্ন এবং আজকে যেই.. যে অবস্থা জানতে পারছি যে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ঘটছে ১১ হাজারের উপরে চলে গিয়েছি মৃত্যু, সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে| প্রতি

তিনটি টেস্টে একটি টেস্টই হচ্ছে পজেটিভ| এই অবস্থায় আমাদের অবস্থা সামনে কোন দিকে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে হতাশাজনক কথা বলতে চাই, যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা একটা ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এই ঝুঁকি থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে| যে জিনিসটা আমরা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম জনসাস্থ নিয়ে যারা কাজ করে, আমি জনবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি,গ্লোবাল হেলথ নিয়ে কাজ করি, সেই প্রেক্ষাপটেও কিন্তু বলছিলাম যে আমাদের টেস্টের যে আয়তা, আমাদের মূল জায়গাটায় ছিল যে টেস্ট করা, সনাক্ত করা, চিকিৎসা করা, করেন কোয়ারেন্টাইন করা, আইসোলেশনে নিয়ে যাওয়া এই জায়গা গুলো কিন্তু প্রপারলি আমাদের এখানে হয়নি| আমরা কিছু টেস্ট প্রথম দিক দিয়েতো আয়ত্তা বাড়িয়েছি খুবই কম এখন গিয়ে আমরা অ্যান্টিজেন, রেপিড টেস্ট এগুলো সব একত্রে সমন্বিত করে এখন আমাদের কিছু বেড়েছে ৩৪ ৩৫হাজার পর্যন্ত গিয়েছে| কিন্তু আপনি যদি জনসংখ্যার আকারের কথা চিন্তা করেন বা প্রতিবেশী ভারতের সাথে যদি চিন্তা করেন আমাদের এখানে মিনিমাম এক লাখ এর কাছাকাছি টেস্ট করার দরকার ছিল এবং টেস্ট হওয়ার সাথে সাথে যেটা হওয়ার দরকার ছিল যে উনাদেরকে আইসোলেট করা আলাদা করা| এই জায়গা গুলো তো আমরা করতে পারেনি এবং দক্ষিণ এশিয়াতেও যদি লক্ষ্য করেন আপনি দেখেন আমাদের নেপাল বলেন ভারত বলেন পাকিস্তান বলেন বিবেক তুলনায় কিন্তু আমাদের প্রতি মিলিয়নের টেস্টের পরিমাণ কিন্তু অনেক কম আছে| আর চীনের কথাতো বাদই দিলাম ওরা তো সংক্রমণ ওরাতো পৃথিবীর ১০১ তম দেশে আছে যদি সংক্রামনের মাত্রায় যাই| সেই প্রেক্ষাপটে দেখেন যে চীনের কথা এক্সামপলে আনতে চাইনা যেহেতু তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে কিন্তু আমাদের ধরে দেশের ১৭ কোটি মানুষ এবং এই ৫ই জুলাই পর্য ন্তএখন মাত্র টেস্ট করেছি ৬৭লক্ষ ৫৭হাজার ৫৬২ বা এর কাছাকাছি| মানে প্রায় ধরেন আমি যদি মেনুআলে যাই ৭০লক্ষও যদি হিসাব করি বলি যে তাও ১কোটি তো করতে পারলাম না এখন দেড় বছর সময় পার করে ফেললাম| এখন যে জায়গাটা বলছিলাম পাবলিক হেলথের জায়গা থেকে সনাক্ত করা আলাদা করা চিকিৎসা করা এটা তো একদিকের একটা কিউরেটিভ জায়গা থেকে চিন্তা করার চিকিৎসা আরেকটা হচ্ছে যেটা আমার সহআলোচক আলোচনা করছিলেন যে আমরা আসলে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি গুলো মেনে চলছে কিনা বা চলার মতো অবস্থায় ছিলো কি| এখন সেই জায়গা থেকেই লক্ষ্য করতে গেলে দেখা যায় যে আপনি উনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আসলে এই কেন আমরা এই জায়গাটা সাকসেসফুল হতে পারিনি, কেন জনগণ মানছে না| এর কিন্তু অনেকগুলো কারণ রয়েছে| সেই কারণটা আমি একটু পরেই যাবো ওখানে কিন্তু তার আগেই যে জিনিসটি বলছিলাম যে এখন আপনিও জানেন যে গ্রামে এখন করোনা চলে গিয়েছে এবং যারা চিকিৎসা নিচ্ছে তাদের অর্ধেকেই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের| তার মানে আগের চেয়ে গ্রামের মানুষগুলো মনে করত যে তাদের করোনা হয় না বা দরিদ্রমানুষ যারা মনে করত করোনা হয়না সেটা ঠিক না এবং বস্তিবাসীদের করোনা হয় না সেটাও কিন্তু ঠিক না| কারণ আইসিডিডিআরবির গবেষণায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওখানেও কিন্তু করোনা হয়েছে এবং কিন্তু সেই মাত্রাটা হয়তো প্রকাশিত হয়নি ওইভাবে| কিন্তু আইসিডিডিআরবির জায়গাটায় যে তারা যে পরীক্ষাটি করেছেন সেটাতে এটা প্রমাণিত যে বস্তিবাসীরা ও সংক্রমিত হয়েছে। এখন যে জায়গাটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ভুল ধারণার মধ্যে আমরা ছিলাম যে এই করোনা বুঝি শুধুমাত্র বড়লোকদের বা শহর এলাকায় হবে কিন্তু গ্রাম এলাকায় যাবে না কিন্তু এখন যে অবস্থা টা হল সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রপারভাবে আমরা লকডাউন টা আমরা মেইনটেইন করতে পারিনি বা ওখানে যেই নিয়ন্ত্রনটা করা দরকার ছিল সিটি না করার কারণে এখন যেই লেবেলে আমরা পৌছে গেলাম কমিউনিটি ট্রান্সমিশন লেভেলে যে পৌঁছে গেলাম এখন শেষ সময়ে এসে দেখতে পাচ্ছি যে অক্সিজেনের এর অভাবে মানুষের সমস্যা হচ্ছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল নেমে যাওয়ার কারনে মৃত্যু হচ্ছে এবং ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এর যে উচ্চ সংক্রমণের হার এটা তো আমরা আগেও টের পেয়েছি, আমরা আগেও বারবার বলার চেষ্টা করেছি| এখন দেখেন বাংলাদেশের ৬০ শতাংশের যে বয়স..যারা রয়েছে মানে ৬০ এর ঊর্ধ্বে যে মানুষগুলো রয়েছে এই মানুষগুলোর সংখ্যা একটু আগেই আমি হিসাব করছিলাম যে এখন বাংলাদেশের ষাটের ঊর্ধ্বে যে মানুষ আছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৩০ জন| যেটা সর্বশেষ গত সপ্তাহে বিবিএস যে পরিসংখ্যান দিয়েছে| এখন ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৩০ জন মানুষের জন্য কি ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে পেরেছি? আমার সর্ব সকলের

বাংলাদেশে এখন এসেছে ১ কোটি ৭ লক্ষ| তার মানে এই যে আমি কি করতে পারব এই সর্বোচ্চ ৮০ লক্ষ মানুষকে আমি ভ্যাকসিন দিতে পারব|

জিল্লুর রহমানঃ টিকা তো ষাটের উপরে দেওয়া হচ্ছে না.. টিকা তো সরকারের প্রায়োরিটি অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে না|

মঈনুল ইসলামঃ হ্যাঁ.. হ্যাঁ সেটাও একটা ব্যাপার.. এখন আমরা বলছি যে ৩৫ এ গিয়ে নামবো কিন্তু আমার টার্গেট তারা হওয়া উচিত যারা অধিকতর মাইনোরেবল, যারা অধিকতর ঝুঁকিতে আছে| এই যে দেখেন যে মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান কোন বয়সের মধ্যে বেশি মৃত্যু হচ্ছে| ৬০ এর ঊর্ধ্বে যারা বা ৫০এর উপরে যারা আছে বেশিরভাগই ৬০ এর ঊর্ধ্বে সেখানে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু প্রফেসর মঈনুল ইসলাম যে তথ্যটা আমরা পাই যে সংক্রমনের বা মৃতের সেটাকি যযথাযথ কি না? মানে এটা নিয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন|

মঈনুল ইসলামঃ এটি নিয়ে দেখেন যেহেতু আমরা গবেষণার কাজে যুক্ত আমরা অলওয়েজ সবসময় বলি যে কোয়ালিটি ডাটা বা নির্ভরযোগ্য উপাত্তের ডাটা| আপনি দেখেন এই যে মৃত্যুর যে সংখ্যাটা আপনি বলেন অত্যন্ত পার্টিনেন| দেখেন আমাদের এখানে মৃত্যুর যে রেকড্ গুলো হচ্ছে যে যেকোনো ধরনের অফিশিয়ালি রেকর্ড হচ্ছে সেই জায়গাগুলো কিরকম| দেখেন রিপোর্ট করা হয়েছে প্রেসব্রিফিংয়েও আসে যে সরকারি হাসপাতালে কতজন মারা গেল, বেসরকারি হাসপাতালে কতজন মারা গেল, বাসায় কতজন মারা গেল এখন আসার পথে কতজন মারা গেল| এই জায়গাটার জায়গায় আমি হসপিটালে যেটা মারা যাচ্ছে ওইটা হয়তো আপনি সঠিকভাবে বলতে পারছেন| কিন্তু বাসায় যে কয়জন মারা গেল তার পরিসংখ্যানকি আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি| কিভাবে আমি একে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবো বা পথে যে মারা গেলে সে জিনিস গুলো কিভাবে যাবো| কিছুদিন আগে একটা টেলিভিশনে ফিচার দেখলাম রাজশাহীর গোদাগারি উপজেলার চেয়ারম্যান ওখানে বলছিলেন ওনার এলাকায় দুটো কবরস্থানে দেখা গেল যে সরকারি উপাত্তে যা বলা হচ্ছে তার বাইরেও দেখা গিয়েছে যে দুটো কবরস্থানে ৩০ জন করোনার সিমটমস নিয়ে মারা গিয়েছে| ওরাতো অফিশিয়ালি রেকর্ডেড হচ্ছে না ওইভাবে| কিন্তু মৃত্যু কিন্তু হয়েছে করোনার সামগ্রী সমস্ত লক্ষণগুলো নিয়ে| তাহলে মূল জায়গাটি যেটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম দেখুন আমরা যারা করোনার যে পরিসংখ্যানটা দেওয়া হয় এটা দেওয়া হয় শুধুমাত্র যারা পরীক্ষা করেছে বা পরীক্ষার আয়ত্তে এসেছে তার| কিন্তু এসেছে যারা স্বেচ্ছায় গিয়ে পরীক্ষা করেছে| আমরা তো এরকম কোন সার্ভিলেন্স করিনি না যে সবাইকে করোনার মধ্যে.. পরীক্ষার আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে যেটা চীন যে রকম করেছে| যে অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করে সবাইকে পরীক্ষা করে ফেলছে| আমরা তো সেটা করিনি| আমরা এখন যে উপাত্তটা পাচ্ছি এই উপাত্তটা কিন্তু সঠিক চিত্র না| এর চেয়ে আরো বেশি মাত্রায় সংক্রমণ রয়েছে, এর চেয়ে আরো বেশি মাত্রায় মৃত্যুর সংখ্যা রয়েছে| এটি কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করে এগিয়ে যেতে হবে|

জিল্লুর রহমানঃ আরেকটি ডা. কামরুল হাসানযে যে ভ্যারিয়েন্টের কথা বলছিলেন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট,ডেল্টা প্লাসেরও আশঙ্কা শুনছি, আরেকটি নতুন ভ্যারিয়েন্টের কথা আমরা শুনেছি নতুন লেমডা|

মঈনুল ইসলামঃ জি, যেটা হচ্ছে এখন দেখেন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট নিয়ে আমরা কনসেপ্ট ব্যক্ত করেছি এখন ডেল্টা প্লাসের কথা বলছি, অতি সম্প্রতি ৩০ টি দেশে WHO নিজেই স্বীকার করেছে ৩০ টি দেশে এখন ওই লেমডা যেটা আলফা বিটা গামা এখন লেমডা নামকরণ দিয়ে এখন ওই ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ বেড়েছে এবং এর সংক্রমণের মাত্রা কিন্তু আমার এই ডেল্টা ভেরিয়েন্ট রয়েছে তারচেয়েও বেশি মাত্রা| এখন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ৩০ টি দেশে এটি সংক্রমিত হয়েছে যুক্তরাজ্যসহ| এখন এই জায়গাতে এর যে

সংক্রমণ যদি আরো বেড়ে যায় এখন আলটিমেটলি হবে যে এটি যদি অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে যায় আমরা ভেবেছিলাম নাইজেরিয়ান গ্রে ভেরিয়েন্ট আমাদের এখানে এসেছে, ইউকে ভ্যারিয়েন্ট এসেছে, ভারতের ভ্যারিয়েন্ট এসেছে তো এখন ওই ভেরিয়েন্টও যে আসবে না সেটা তো বলা যাবেনা| কিন্তু মূল বিষয়টি হচ্ছে যে এটি কিন্তু আমাদের সামনে সেই সময়টি কিন্তু আসলে বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে| আমরা অতি শীঘ্রই যে করোনা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো সেটা নয় যে আমার সমালোচক কিন্তু সঠিকভাবে বলেছিলেন যে কভিড এইযে ভ্যাকসিন অতি দ্রুত আমার মনে হয় না যে উনি এক বছরের প্রত্যাশা করেছেন কিন্তু এই যে ৮০ শতাংশ মানুষকে যে ভ্যাকসিনের আয়ত্তায় নিয়ে আসা এটা কিন্তু বড় একটা চ্যালেন্জ। আমরা এগুলোকে জোগাড় করব, সংগ্রহ করব এবং এই মানুষগুলোকে দিব, আমরাতো ভ্যাকসিন সবাইকে বাধ্যতা করা উচিত এখন এই মুহূর্তে।কেন বাধ্যতামূলক করা উচিত আমি বলবো বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে কারন মৃত্যুর হার কমাতে হবে তো। এখন ভ্যাকসিনটা দিলে যে কার্যকর হবে সেটাও নয়। ইন্দোনেশিয়ার এক্সপেরিয়েন্স দেখেন, গতকালকে বিবিসিতে ইন্দোনেশিয়ার এক্সপেরিয়েন্স কি বলছে সেখানে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তাররা তারা কিন্তু আক্রমণ হচ্ছে|

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশের এটি হচ্ছে| ভ্যাক্সিনেটেড হওয়ার পরেও আক্রান্ত হয়েছে এবং মারাও গিয়েছে এরকম রেকর্ড ও আছে|

মঈনুল ইসলামঃ জি তো এখন এই সংখ্যাটা যদি আরো বেড়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওই ভ্যারিয়েন্ট এর..আমাদের একশন গবেষণা করে দেখতে হবে এইযে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এখন তো ডমিনেট করছে এটি আমাদের সংক্রামনের জায়গায়| এটি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় বেড়ে মানে শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে| এখনই এটাতে এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই ভ্যারিয়েন্ট এর কারণে যে ভ্যাকসিন আসলে কতটুকু কার্যকর| সেটা একটা বিষয় এবং আরো দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারেস্টিং তথ্য সাইন্টিস্টরা এও বলছেন যে আসলে প্রতিবছরই দেখা যাবে হয়তো কভিডের জন্য ভ্যাকসিন নিতে হতে পারে। যেটা আমরা বলছি আমরা তো দুই ডোজ নিয়ে আপাতত হয়তো আমরা মনে করলাম যে না আমি হয়তো ভ্যাকসিন থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম সেটি না|

জিল্লুর রহমানঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেটি হলো না|

মঈনুল ইসলামঃ সেটি হলো না এবং দেখেন আমাদের যারা মানে আমরা বলব পাবলিক ফিগার কিন্তু এই পাবলিক ফিগার দের মধ্যে দেখতে পারছি টেলিভিশনে দেখতে পারছি যে উনারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন ঠিক আছে মানলাম কিন্তু তাদের যে কোভিড হবে না সে ব্যাপার তো না| তারা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান রয়েছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গরা দেখি পত্রপত্রিকায় ছবি টিভিতে দেখছি মাস্ক ছাড়া কিন্তু তারা কথা বলছে আলোচনা করছে পাশাপাশি বসে এবং এই মেসেজটা আমি জনগণকে কি দিচ্ছি| এই যে একটু আগে বললেন যে বাংলাদেশে কেন কভিডের পাবলিক ক্যাম্পেইন গুলো প্রপারলি সাকসেসফুল হচ্ছে না| আমি কি আমার মেসেজটা সঠিকভাবে জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছাতে পারছি? আমি নিজে মাস্ক না পড়ে দেখা যাচ্ছে আমি অন্য কে মাস্ক পড়তে বলছি সেটা তো হতে পারে না| আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ধরেন, আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হচ্ছে আমি আমার শিক্ষকদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তারা একসাথে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে ফুল বিনিময় করতে কোন ডিসটেন্স নাই মাস্ক পরছে না| তো এখন এই জায়গাগুলোতে মানে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা শিক্ষিত একই সাথে যারা শিক্ষা... মানে কম শিক্ষিত দাবি করছে দুই কাতারের মধ্যেই এই এক ধরনের সামঞ্জস্য লক্ষ করতে পারছি| কিন্তু এই জায়গাটা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে| জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা রয়েছে তারা তো অবশ্যই মাস্ক পড়বেন পাশাপাশি যেটি করতে হবে এনকারেজ করতে হবে| এখন আমি মনে হয় এইধাপে আমি হয়তোবা থামতে পারি কারন কামরুল স্যার নিশ্চয়ই বলবেন পরের ধাপে গিয়ে আমি হয়তোবা বলবো যে কি কারনে আসলে পাবলিক এইযে ক্যাম্পেইন কমিউনিকেশন আমাদের

কেন সাকসেসফুল হলো না গ্রাসসোস্ লেভেলে। বাংলাদেশে খুব চমৎকার.. চমৎকার মডেল ছিল পাবলিক হেল্থ ক্যাম্পেইনে যেটা চমৎকার মডেল ছিল আমাদের ইমুনাইজেশন জায়গাগুলোর তো আমরা জনগণের ভালোভাবে বিস্তার করতে পেরেছিলাম| কিন্তু কোভিড কেন পারছি না তার কতগুলো কারণ আমি..

জিল্লুর রহমানঃ এটা শুনবো আমি আপনার কাছ থেকে তার আগে প্রফেসর কামরুল হাসান খান|

কামরুল হাসান খানঃ আমি মনে করি যে আমাদের করোনা বিষয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের কতগুলো বিষয় বিবেচনায় রাখতেই হবে| প্রথম কথা হলো যে আপনার এই করোনা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু সহজ কোনো বিষয় নয়| এটা একটা কঠিন বিষয় এবং আপনি যদি বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের তালিকা দেখেন সেখানে কিন্তু সহবর্তী যে দেশগুলোর আছে তারা সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছে সেখানে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স রাশিয়া সবই আছে| দুই নাম্বার কথা হলো যে আমরা যে আলোচনাগুলো করব বা করি আমরা যেন কখনো বিভ্রান্তের চেষ্টা না করি| এই মুহূর্তে আমাদেরকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে এবং আমরা যেন মানুষকে জনগণকেও উৎসাহ দেই সাহস যোগায় উদ্বুদ্ধ করে সম্পৃক্ত করি| তিন নম্বর বিষয় হলো বাংলাদেশের বাস্তব সক্ষমতা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে| ধরে...

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু মানুষ ভয় না পেলে স্বাস্থ্যবিধি মানছে না, এমনিতেই মানছে না|

কামরুল হাসান খানঃ আমি আসছি আপনার জায়গায় আসছি.. জানি বাস্তব সক্ষমতা ধরেন যে আমাদের দেশে তো আমরা উন্নত চিকিৎসা পাবো না বা আমাদের 2227 ডলার মাথাপিছু আয় সেখানে আমাদের সক্ষমতাটা বাস্তবতা বিবেচনায় রাখতে হবে| চার নম্বর যেটা আমরা সবাই শুনেছি যে আমাদের যে খেটে খাওয়া মানুষ ইনভার্ট মানুষ তাদের কিভাবে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি বা তাদের সহযোগিতা কিভাবে করতে পারি এই বিষয়টা আমাদের সবসময় বিবেচনায় রাখতে হবে| এখন কথা হল যে আমরা এই মুহূর্তে যে কতগুলো আমরা বলে ফেলেছি এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় টা কি| এখানে আমরা যে ব্যর্থতার বিষয়গুলো বারবার নিয়ে আসি সেখানে অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমরা সেইভাবে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে মানুষদের সহযোগিতার জন্য কোনো চেষ্টা করি নাই এবং সেখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণ সরকার বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী একা পারবে না| সে আমরা কোথাও দেখছি না| ধরেন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই যে পহেলা জুলাই থেকে আমাদের কঠোর লকডাউন দেশব্যাপী শুরু হলো তার আগে কিন্তু ২৮,২৯,৩০ তিন দিন সীমিত লকডাউন করা হলো এবং আমরা কি দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষ ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে গেল| আমরা কিন্তু রীতিমতো জেনেছি যে এই ডেল্টা ভাইরাস বলেন আর করোনা ভাইরাস বলেন এটা কিন্তু পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ৫৭ টি জেলা বেশ ঝুঁকিতে সেটা বলেছে| তো সেই হিসেবে যদি এই যে মানুষগুলো গেল হাজার আর করোনা সংক্রমণ হতে বেশি লোক লাগেনা আমাদের ১০০ ২০০ ৩০০ মানুষ পারে পুরো বাংলাদেশ ছড়িয়ে দিতে পারে সে এক্সাম্পলও আমাদের দেশে আছে এবং ইতালি থেকে যখন ৩৫১জন যাত্রী আসলো তার কিন্তু পুরোটা ছড়িয়ে দিয়েছে আমরা জানি সে ঘটনাগুলো| সে কারণে এইযে হাজার হাজার মানুষ যে যাতায়াত করে সেখানে আমরা কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখিনা| মানুষের জরুরি কাজটিকে আমাদের বিবেচনায় রেখে তাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়ে তাদেরকে আমরা সুযোগ দিতে হবে| তো এই হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে এই বিবেচনাগুলো কিন্তু নেওয়া হলো না| আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি ধরেন আপনি একটি কর্মসূচি নিলেন ধরেন লকডাউন দিলেন বা বিধি-নিষেধ বা নির্দেশ দিলেন ওই নির্দেশনা দেওয়ার পর যে কিছু নতুন সমস্যা হয় ঐ জায়গাটা কিন্তু আমরা খুব একটা হ্যান্ডেল করতে দেখি না| আবার ধরেন গতবছর ঈদের আগে হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আমরা দেখেছি এবং পরবর্তী সময়ে স্ট্যাটিস্টিক দেখা হয়েছে যে মহানগরগুলো থেকে ১কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ঢাকা ছেড়ে মহানগর ছেড়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছে। এখন ধরেন এটাতো জানি যে আমরা সেই জায়গায় মানুষকে আটকানো বহু ভালো। তাহলে হওয়ায় তাদেরকে আটকাবো নয়তো স্বাস্থ্যমত ভাবে বাড়ি পৌঁছে দেব| আমি কিন্তু দুইটার কোনটাই

দেখলাম না| এই যে ইয়েটা এখানে আমার একটি কথা আমার কাছে খুব মনে ধরেছে ওই সময় একজন ফেরিঘাটের একজন কর্মকর্তা সে একটাসুন্দর কথা বলেছিল এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় সেটা হলো যে দেখেন আমরা এই মানুষগুলোকে আটকাতে পারতাম কিন্তু যখন আমরা প্রাইভেট কার বা মাইক্রোবাস ছেড়ে দিচ্ছি আমরা তাদেরকে কিভাবে আটকাবো| ওই সময় দেখেন আপনি দেখেন আমরা যখন লকডাউন বা যাই বলি নির্দেশনা যাই বলি সেখানে কিন্তু সেখানে কিন্তু দেখেন ঢাকা শহর থেকে গাদাগাদি করে মানুষগুলো আপনার ব্রেক জার্নি করে করে এই প্রাইভেটকারে কিংবা আপনার মাইক্রোবাসে বা এইযে অর্ধেক গিয়ে অন্য গাড়িতে ওঠা এইযে রূপান্তর পদ্ধতি সংক্রমণঅনেক দেশে ছড়িয়েছে| সে কারণে এই জায়গাটা আমাদের গঠনমূলক সমালোচনা নিশ্চয়ই করব কিন্তু আমরা সমাধানের জায়গায় যেতে চাই| এটা আমাদের এক ধরনের গতবছর আরেকটা ঈদের আগে শপিংকমপ্লেক্সগুলো খুলে দেওয়া হলো এবং যে সমস্ত ব্যস্ত মার্কেটগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা কোনো ধরনের ব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করি নাই| সেখানে আমরা বারবার বলেছি যে আমাদের এই জায়গাটা কেমন জানি খুব একটা ইদানিং কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে সেখানে আমরা বারবার বলেছি যে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে তার দুই চারজন থাকলে সেখানে জনপ্রতিনিধি সেখানে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্কাউটের যারা আছে তাদের নিয়ে আমরা একটা স্পট করি না ৫ ১০ জন বা ১০ ১৫ জন আপনার স্টেশনে কিংবা আপনার যে..ফেরিঘাটে কিংবা আপনার বাস স্টেশনে মার্কেট গুলোতে আমরা দেই না এবং তারা যদি ম্যানেজ করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু মানুষ তাদের কথা শুনবে এবং তারা কিছু কিছু জায়গায় ধরনের বুঝালো না বুঝলে একটু কঠোর হতেই হবে আইন সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছুটা কঠোর হতেই হবে| এখন আমরা যে পর্যায় আছি এটা হলো সেখানে আমাদের কাছে কিন্তু কোন এই স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে আমাদের কোন আপস করার কোন সুযোগ নেই| আমরা বারবার বলছি এখন কিন্তু এটা বাড়তেই থাকবে প্রতিদিন কিন্তু আমরা আশা করি যখন আমরা নিউজ টা শোনার জন্য উদগ্রীব থাকি বিকালবেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিশ্চয়ই আজকে কমতে পারে কিন্তু কমছে না কিন্তু| তারপরেও আমাদের হিসেবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার হিসেবে উদাহরণ দেই কমপক্ষে ১৪ দিন এবার যেটা ছড়িয়েছে ওইবার কিন্তু ওতটা ভয়াবহতা ছিল না এবার কিন্তু অনেক বেশি ভয়াপবহ| আবার তার মধ্যে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট পুরা বাংলাদেশের ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেখানে এটা কিন্তু আমাদের ধারণা যে ১০ ১৫ দিনের আগে কিন্তু এটা নিম্নমুখী হবে না| হলে অবশ্যই আমরা খুশি বা আমরা চাই এটা নিয়ন্ত্রণে আসুক| কিন্তু মাঝে মাঝে যদি আমরা ঢিলেঢালা করি তাহলে তো আরো আমাদের নিয়ন্ত্রণের জায়গাটা হাতছাড়া হয়ে গেল| সে কারণে আমাদের হাতে এখনো টিকা আছে আমরা ভ্যাকসিন অনেক লম্বা পথ আবার আপনার চিকিৎসা ক্ষেত্রটাও আমাদের সীমিত| সেখানে যদি আমাদের মৃত্যুর মিছিল বাড়তে থাকে সেখানে কিন্তু একটিই আমাদের হাতে ক্ষমতা.. আছে| উপায় হচ্ছে সেটি হলো মানুষকে স্বাস্থ্যবিধিতো পুরো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা কারণ সেখানে আমরা যে বিবেচনাটা আমি চারটি বিবেচনা বলেছি খেটে খাওয়া মানুষ| এখানে আরেকটি বিবেচনায় রাখতে হবেআমি চাই আমি চাই আমি চাই যে এইযে এমন একটি মহামারী পৃথিবীতে এরকম কখনোই আসেনি বিশ্বের ২২৫ অঞ্চল দেশ আক্রান্ত হয়েছে সেখানে আমরা কেউ নিরাপদ নই। সেখানে আমাদের যে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে| না হলে তো হবেনা| এখানে কেউ মারা যাবে কেউ বাঁচবে এটারতো হিসাব করা যাচ্ছে না| সেকারণে আমার মনে হবে এই জায়গাটা আমাদের সবাইকে নিয়ে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়| গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু এখনো অনেকে বলছে যে শহরের মানুষ অভ্যস্ত হয়েছে কিন্তু গ্রামের মানুষ আমার কাছে মনে হয় না গ্রাম অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করা বরং আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক সহজ| সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতি ওয়ার্ডে আছে দুজন করে সেখানে ওয়ার্ডের মেম্বাররা আছে বা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আছে পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তারা আছে তাদেরকে মিলিয়ে যদি একটি সুপারভিশন ব্যাবস্থা কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে আছে এবং আমাদের বাংলাদেশের স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের অবস্থা কিন্তু একেবারে দুর্বল নয়| সমস্ত নেটওয়ার্ক তো আমাদেরকে অ্যাকটিভ করতে হবে| যে যেখানে আছে উপজেলার কিন্তু চিকিৎসা কিন্তু একেবারে দুর্বল নয়| আর একটি কথা আমি বলি যেটা আমাদের এই সংকটের মধ্যে কিছুটা আমাদের স্বস্তিকর জায়গা সেটা হল গিয়ে আপনার যত রোগী আছে পৃথিবীতে আজকেও এটা আপনি দেখবেন আজকের দিনে আপনি দেখবেন লক্ষ্য করে সেটা হলো এইজে করোনা সংক্রমণের ৯৯ ভাগ রোগী কিন্তু হচ্ছে

মাইল্ড ফর্মে সেটা হচ্ছে তারা মুমূর্ষু থাকে অথবা এমনি এমনি ভালো হয়ে যায়। সেকারনে যে একেবারে এটি একটি আপাতত সস্তির জায়গা। তো আমাদের যদি সমস্যা হয় সেটি হলো যদি একটি মানুষ সংক্রমিত হয়, তার পরীক্ষাই তো হলো না তাহলে কিন্তু সে পুরোপুরি সংখ্যাটাকে সংক্রমিত এটি খুব ভয়ঙ্কর বিষয়| সে কারণে আপনি একটি ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন আমার সহআলোচক বলেছেন এখানে বৈজ্ঞানিকভাবে সমস্ত মানুষকে প্রথমেই বিষয়টা আনা যায় না আয়ত্তে আনা যায় না| সেখানে আরেকটা বিষয় আমি ব্যাখ্যা দিতে চাই যে কে আক্রান্ত হবে এটা কিন্তু নিশ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই| এখানে ধনী-দরিদ্র জাত নিয়ে আমরা তো পরীক্ষাটা সেভাবে করতে পারিনি| আমি এটা নিশ্চিত করি যে যেহেতু আমি প্রাথমিক বিশেষজ্ঞ যে এটি যে কারো হতে পারে যেখানেই আপনার সম্পর্ক মানুষ থাকবে তার আশেপাশে সবাইকে হতে পারে এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আসার আগেই কিন্তু বাংলাদেশে নবজাতক শিশুও আক্রান্ত হয়েছে সে তথ্য আমাদের কাছে আছে। সে কারণে এবং আমাদের কাছে যেটা প্রথম কাজ হবে যে পরীক্ষার আওতাটা যেটি রাইটলি বলেছিলাম আপনাদের সবার কাছে আমাদের পরীক্ষা আওতাটা বাড়াতে হবে। ৫০০, ৬০০ থেকে যেভাবে পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু মানুষ তো যাতে একটু বেশি সমস্যা তারাই কিন্তু পরীক্ষা করতেছে না। তাদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। কারণ আমরা যে মানুষটা সমৃদ্ধে ঘুরে বেড়াচ্ছি সে তো আরো ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাকে আমাদের বিভিন্নভাবে সার্ভেলেন্স সুযোগ আছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা কে সার্ভিলেন্সটাকে আমাদের খুবই একটিভ করতে হবে এবং নিয়মিত করতে হবে তারপরে আবার কাজটি ভালো করে পড়ে সেখানে আবার সুপারভিশনও রাখতে হবে। সে সমস্ত ব্যবস্থা গুলি কিন্তু আমাদের আছে অর্থাৎ আমরা দেখছি সেভাবে আমরা রিভিউটা পাচ্ছি না। আমাদের বেশি বেশি করে পরীক্ষা করতে পারি পরীক্ষা করার পরে আইসোলেশন বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তাহলে কিন্তু অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আমরা কোনক্রমে চাইনা যে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক। অনেক রোগী আমাদের সক্ষমতা সেখানে কম তাহলে কিন্তু আমাদের একটা বড় সংকট হবেই। আর একটি কথা বলতে চাই যে ধরেন আইসিইউ তো রাতারাতি খোলা যাবে না এবং আইসিইউ কিন্তু আমাদের দরকার নেই এখন প্রধান চিকিৎসা যেটা একটি শ্বাসযন্ত্রের রোগ রেস্পিরাটরি দিসিজ। সে কারণে এখানে অক্সিজেনটাই হচ্ছে আসল। আরেকটি হলো আমরা লক্ষ্য করছি যে বাড়িতে যে কেউ অক্সিজেন ব্যবহার করছে, অক্সিডেন্ট কিন্তু শুধু জীবন রক্ষা করে না মৃত্যু ঘটায়। সেজন্য অক্সিজেন ব্যবহার করাটাও কিন্তু আমাদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে। সে কারণে এটা একটা বড় সম্পদ এবং সে কারণে অক্সিজেন কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যতটুক খবর নিচ্ছি সেখানে কিন্তু অক্সিজেন বড় সংকট নাই। প্রত্যেকটা হাসপাতালে অনেক সিলিন্ডার আছে ভরা সিলিন্ডার আছে ছোট সিলিন্ডার আছে এবং এর মধ্যে ভারত থেকে সাপলাইও এসেছে আমরা যদি সাতক্ষীরা ঘটনা জেনেছি সাপ্লাইটা ডিলে হয়েছে। এটা একটা অবশ্যই অন্যায় যেটা সকালে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু অক্সিজেনটা গিয়েছে রাতের বেলায়। শুধু এ কারণেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে অক্সিজেনের কারণে যে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। তো সে কারণেই আমাদের এখন যেটি দরকার যে আমাদের প্রত্যেকের যে যেখানে দায়িত্ব আছেন সেই দায়িত্বই যেন কোন রকম গাফিলতি না হয় এবং আমাদের রেসপন্সটা এটা তো ইমারজেন্সি একটা সিচুয়েশন। রেসপন্সটা যেন আমাদের খুব ব্রঞ্চ হয় এবং সমন্বয়টা যেন ভালো থাকে। আমরা কিন্তু সমন্বয়ের কিছু ঘাটতি দেখতে পারি। কারণ হচ্ছে যে ধরেন ঘোষণাগুলো যে আসে অমগ তারিখে প্রোগ্রাম অমুক তারিখে হবে কেন হবে উনাকে আপনি দিয়ে দেন না আপনি আমি এবার লাস্ট যেটা দেখলাম আমরা পহেলা জুন থেকে আমরা ৩০ শে জুন দেখলাম যে ঘোষণাটা হলো কারণ ওখানে বলা হলো যে মসজিদ এবং আরেকটি বিষয় তারা পরে জানানো হবে এবং তারা জানান তবে আরেকদিন কেন ২, ৩ দিন আগে থেকে অসুবিধাটা কোথায়? মানুষের তো একটা প্রস্তুতি লাগে। সে কারণে আমাদের এখানে আমরা সমন্বিতভাবে সম্মিলিত ভাবে মধ্যবাই পরিবেশ এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য অবশ্যই জরুরি বিষয় দাঁড়িয়েছে এবং আমরা যারা মানুষের মধ্যে পরিষ্কার রোস্ট বুস্টটা থাকে। সমস্যা হলে আমরা চিকিৎসা করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তৎপর হোয়। ধন্যবাদ জিল্লুর রহমান।

জিল্লুর রহমানঃ জি প্রফেসর মঈনুল ইসলাম আপনি আপনি বলছিলেন যে কেন মানুষ মানে না?

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামঃ তো যেটি যাওয়ার আগে ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আমার মনে হয় কামরুল স্যার কিন্তু রাইটলি একটু আগে বলেছিল যে একটু আগে আমি ওই প্রশ্নে যাচ্ছি, যাওয়ার আগে আমি একটু বলে নেই এই যে প্রজ্ঞাপন এই যে জায়গা।

জিল্লুর রহমানঃ জি

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামঃ মানে দেখেন দুটো প্রজ্ঞাপন কিন্তু জারি হয়েছে। একটা হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ থেকে এবং তারপর যেটা দেখা গেলো সেটা হচ্ছে উনি বলছিলেন যে ধর্ম মন্ত্রণালয় আবার আরেকটি নির্দেশিকা দিয়েছে। এখন দেখেন এই দুটোর মধ্যে একটি সমন্বয় এর দরকার আছে। এবং সুনির্দিষ্ট দৃশ্যে আসলে কি করতে চাচ্ছি একটু আগে বলছিলেন যে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে গিয়ে আপনি দেখেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ৩১দফা প্রদর্শন করেছেন বা বলেছিল সেখানে কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে কয়েক দফায় দুই জায়গাতেই স্পষ্টভাবে কিন্তু সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে বলে দিয়েছে। কিন্তু এই যে লাস্ট সর্বশেষ যে প্রজ্ঞাপনটা এখন তো সিচুয়েশনটা আরো বেশি মানে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ ইস্যু। সেই হিসেবে দেখেন আমাদের স্থানীয় যারা সংসদ সদস্য রয়েছে বা একইভাবে সংসদ সদস্যের বাইরে এখন তো বাজেট মাত্রই শেষ হলো। বাজেটে প্রায় ৮৫ জন সংসদ অংশগ্রহণ করেছে এই সাড়ে ৩০০এর মধ্যে। তো এখন এই যে সংসদরা তারা কি সংশ্লিষ্ট এলাকায় আছে কিনা? তারা আসলে কিভাবে কাজটা করছে? এছাড়া উপজেলা বা নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন যারা লোকাল গভর্নমেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত তারা আসলে স্থানীয় পর্যায়ে নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে কাজ করছে কিন্তু তাদের কার্যক্রম গুলো কিন্তু মিডিয়াতে বা অন্য জায়গায় দৃশ্যমান হচ্ছে না। এখন দৃশ্যমান হচ্ছে না আসলেই যদি সত্যিকার অর্থে কাজ করেন যেমন চাপাইনবাবগঞ্জে কিন্তু চমৎকার ভাবে কাজ করেছে। যার জন্য একটা বেনিফিটও পেতে পেরেছে। তো ঠিক একইভাবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রজ্ঞাপনটা বা ওই যেটি দেওয়া হয়েছে আমরা আসলে একটা কনফিউশন এর মধ্যে পড়ে গেছি এই যে কেন মানুষ এটাকে পালন করে না বা বুঝতে অসমর্থ হয়েছে সেটার একটা কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এটাকে সাধারণ ছুটি বলেছি আমরা লকডাউন বলেছি বিধি নিষেধ বলেছি শাটডাউন বলছি কঠোর লকডাউন বলছি এই যে বিভিন্ন শব্দের টার্মিনোলজিগুলো নিয়ে আসলাম এগুলো দিয়ে এর যে মিনিংটা কি এগুলো সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিকার অর্থে আমরা আবার দেখা গেছে যে অনেকে হাস্য হাসার কাজও করেছে। কারণ এক দিকে আরোপ করেছে আরেকদিকে রিলাক্স করেছি। অর্থাৎ আমি যে টাকা বাস্তবায়ন করব সে বাস্তবায়ন থেকে আবার পেছনে রয়েছে প্রথমে গার্মেন্টসকে আস্তে আস্তে তারপর দেখা গেল মার্কেট তারপর শপিং অন্যান্য জায়গা গুলো আছে রিলাক্স করেছে। তো এইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে প্রজ্ঞাপন গুলো যখন দেওয়া হয় এর যে মেসেজটা সাধারণ মানুষ যে যেভাবে কনসেপ্ট ইউটিলাইজ করবে সেটার বাস্তবায়নের জায়গা থেকে আমাদের একটা ঘাটতি ওই জায়গায় ছিল। দ্বিতীয়ত যে জায়গাটা আমি আপনার বলতে চাচ্ছিলাম যে এইযে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরব অন্তর্ভুক্ত করা ১.২১টি এই নির্দেশনার মধ্যে ২১টি নির্দেশনা আছে। এ নির্দেশনা টার মধ্যে কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কোন শব্দ নাই ওই জায়গায়। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় তাদের ক্লোজ কানেকশন হয়। যদিও তারা হয়তো দাবি করেন সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তারা বলেন যে বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করেন। কিন্তু আমরা আবার সংসদেও দেখেছি যে আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বাররা বলেছেন যে আমরা আসলে কাদের নেতৃত্বে কাজ করছি? আমাদের আমাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা? অর্থাৎ সেই জায়গা গুলোর মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই এক ধরনের কর্মহীনতা রয়েছে বা এক ধরনের গ্যাপ রয়েছে। প্রজ্ঞাপন তার মধ্যে কিন্তু আমরা ধরে নেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে কিভাবে আরো কাজে লাগানো যায়? কারণ তাদের কথা মানুষ শুনবে এবং সেটা কিভাবে করবে সেটারও একটা ম্যাকানিজম থাকা উচিত ছিল বলে মনে হয়। এখন এখন আসেন ধর্ম মন্ত্রণালয় যে নির্দেশনা দিয়েছে, বা জরুরী বিজ্ঞপ্তি আকারে নয়টি দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এই নয়টি নির্দেশনার মধ্যে দেখেন এ ব্যাপারে

সুনির্দিষ্ট কোন কার্ড নেই কোন বলা নেই ওই জায়গাতে যে আমাদের মসজিদে জুমার নামাজে তো অবশ্যই যাবে। আমি মুসলমান আমি জানতে চাই আমাকে কি মোয়াজ্জেন ওখানে বাধা দিয়ে আটকে রাখবে? এবং এই জায়গাটা মনিটর করবে কিভাবে মসজিদ তো রিলিজনের জায়গাটির তো অনেক সেন্সিভিটি রয়েছে। এবং ওই জায়গাতে অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে তাহলে আমার ধর্ম মন্ত্রণালয় আগেই যখন এই প্রজ্ঞাপনটা দেওয়া হয় কারণ আমরা তো তখন সিচুয়েসন টা তো আমরা রিয়েলাইজ করেছি যে বাংলাদেশে একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে যাচ্ছে। তাহলে আমাকে সেই প্ল্যানটা যখন করছে সেই জায়গাতে কিন্তু এই জায়গায় একটা ঘাটতিও সেখানে ছিল। তারপরে ধরে রাখবার এইযে দৃশ্যমান যেটা বললাম মানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কিন্তু জাসুস লেভেলে হয়নি। আমাদের সংক্রমক যাওয়া একটা আইন আছে ছিল যেটা ২০১৮ তে রোগ প্রতিরোধ আই। এই আইনটা তো যদি আমরা প্রবাসী বাস্তবায়ন করতাম যে সে মাছ পড়ে নাই কতটুকু দেখছেন চিন্তা করছি এই লকডাউন এরপর মানে যেটাকে এখন এটাকেও তো মানে বলছে কঠোর এটা নাম দিয়েছে যে রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলী হল বিধি-নিষেধ আরোপ এখানেও কিন্তু সরাসরি এক্সপোর্ট কষ্ট হবে এটা বলে নাই। বিধি-নিষেধ আরোপ হয়েছে তো এই বিধি-নিষেধ আরোপের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু তাদেরকে কোন আইনের আওতায় আনতে পারিনি। আপনি জানেন বাংলাদেশ পাবলিকলি ধূমপান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু পাবলিকলি লোকজন ধূমপান করে তাদেরকে গিয়ে আপনি জরিমানা করেছেন কখনো? মানে আমরা কখনও করেছি? তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আইনের প্রয়োগের যে জায়গাটা আছে সেটা কিন্তু যার যার যে কাজ গুলো এগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে এবং অ্যাওয়ারনেস লেভেলে যেতে হবে। তো এই জায়গাতে যে সংক্রমোক যে রোগ প্রতিরোধ যে আইনটা ছিল আপনার চেয়ে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নির্মূল মূলক যে আইনটা এইটাকে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারতাম আরো আগে থেকেই। এবং একইভাবে ধরেন এই নির্দেশিকার বাইরে গিয়ে দেখেন লকডাউনে সাধারণ মানুষ যারা নিম্নআয়ের মানুষ যারা রয়েছে আমি হচ্ছে বেতনভুক্ত কর্মচারী মানে রাস্তা থেকে আমি ক্রিভিলেজ যে প্রতি মাসে বেতন পায় তার জন্য আমি চলতে পারি কিন্তু যে ব্যক্তিটি ইনফর্মাল সেক্টরএ কাজ করে অর্থ-যে প্রণোদনা দেওয়া ছিল যে ৫০ লক্ষ তারগেট রয়েছিল মানে তারপর ১৫ লক্ষ বাদ পড়েছে কারণ পত্র ভুল ছিল ৩৫ লক্ষ মানুষকে প্রণোদনা ওই যে যেটা নিম্নআয়ের মানুষকে যেখানে সামাজিক নিরাপত্তায় যে জায়গাটা দেওয়া হবে। এই অর্থ কি সবার কাছে পৌঁছে দেয়? এখন এই যে লকডাউন টা দিলাম এক সপ্তাহ পরে দুই সপ্তাহ সাইন্টিফিকালি দুই থেকে তিন সপ্তাহ অবশ্যই দিতে হবে। যেমন আগে সরকারের ঘোষণা করা উচিত ছিল এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ করে বাড়ানোটা আসলে খুব একটা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি না। আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি জানিনা কামরুল স্যার অবশ্যই হয়তো তিনিই বলবেন যে মিনিমাম ২ থেকে ৩ সপ্তাহ অবশ্যই থাকতে হবে। আপনি এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ করে বাড়াবেন এবং এর মধ্যে আবার রিলাক্স দিবেন এটা হবে না এখন যে জায়গাটা হচ্ছে যে এই যে দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে দেখেন আজকের পত্রিকাতেও আমি এক জায়গায় নিউজ দেখছিলাম। যে বরাদ্দ আছে অথচ জানে না নিম্নআয়ের মানুষ যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধিন ৭৫ টা ওয়ার্ডে এবং ১০ টা অঞ্চলে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা আছে এদের জন্য কিন্তু এরা জানেই না। তো এখন কাউন্সিলররাও জানে না যে টাকাটা তাদের হাতে যায়নি। তো এখন কথা হচ্ছে নির্ণয়ের মানুষদেরকে যদি আপনি ঘরে রাখতে চান তো তাদেরকেও ওই সাপোর্টটা যেটা বলছেন যে তার বেসিক যে জায়গাটা ওইটা আগে তো খাদ্য তারপর ওই জায়গাটা তো নিশ্চিত করতে হবে তার উপার্জনের কিছু টাকার ব্যবস্থা তো করতে হবে তো এই জায়গাটা আমরা প্রপারলি না করতে পারলে যেটা হবে এই যে গতদিনের নিউজে দেখলাম একজন আত্মহত্যা করেছে। সন্তানদের খাবার দিতে না পেরে বাবা আত্মহত্যা করেছে এবং এই যে মুন্সীগঞ্জের ঘটনা আমি আপনাকে যেটা বলছি তো এখন এই চেক কোরোনা কালীন সময়ে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন এ এরকম অবস্থার মধ্যে যদি সংসার চালাতে হয় হিমশিম খেতে হয় সে ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। একটা মেন্টর হেলথের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমরা রয়েছি। এখন এই জায়গাতে যে ব্যক্তি তার সন্তান খাওয়াতে হবে তারা যদি রাষ্ট্রপতিকে প্রকার সাপোর্টটা না পাই তাহলে তাদের সে কি করবে সে কি লকডাউন মানবে এবং আরেকটা দেখেন যে কথাটা বলছিলাম যে আসলে জনসম্পৃক্ততা এই

লকডাউন এর পেছনের বা এই জিনিসের বাস্তবায়নের পেছনে কার্যকর হতে খুব একটা কাজ করেনি। কেন করেনি বললাম যে দরিদ্র আয়ের মানুষগুলোকে আমরা প্রপারলি তাদের হাতে ওই খাবারটা পৌছে দিতে পারি নাই। যদিও চেষ্টা হয়েছে সরকার চেষ্টা করেছে অবশ্যই আমি বলব চেষ্টা করেনি এটা না কিন্তু এটাকে আরো সমন্বিতভাবে ওইযে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রপার অংশগ্রহণ নিয়ে আরো সিভিল সোসাইটি গ্রুপদেরকে কাজে লাগিয়ে এনজিওদেরকে আরো বেশি কাজে লাগিয়ে সম্পৃক্ত করে যদি কাজটা করতে পারত তাহলে অবশ্যই ওই জায়গাটা হতো। দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে যে যেটা আমার সাবজেক্ট বিষয়গত জায়গা থেকে যেটা আমরা গবেষণা করে দেখি যে স্বাস্থ্য যোগাযোগ যেটাকে আমরা বলি যে হেলথ কমিউনিকেশন অনেক ক্ষেত্রে বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন বলি এটা তো একটা অ্যাপ্রচ এই বৃহৎ বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন এর জায়গায় জে হেলথ কমিউনিকেশনটা আছে এটা কিন্তু গ্রাসসুট লেভেলে কোন ভাবে কার্যকর হয়নি এবং কার্যকর করতে গিয়ে দেখা গেল যে কিছু ফলস কমিউনিকেশন তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে ফলস কমিউনিকেশন এর জায়গায় আমি নিজে নিয়ম মানছি না অথচ অন্যকে নিয়ম মানার কথা বলছি। তো এখন এই যায়গা গুলোতে যে ধারণা গুলো ছিল ওইটা আমার সহসসচিব আলোচনা করেছেন যে গ্রামে করো না হবে না এই ধরনের পারসেপশন ছিল। একটা ট্রান্সপোর্টে কতজন মানুষ উঠবে সেটার একটা নির্দেশনা ছিল এগুলো মনিটরিং হয় নাই মানে একদম আমার নিজের চোখেই দেখা কারন আমি এই জায়গাগুলোতেও লক্ষ্য করেছি। তো এখন যেটা হচ্ছে যে এই যে লকডাউনটা কার্যকর করার জন্য প্রথম যে জায়গাটা ছিল যারা নিম্নআয়ের মানুষ আছে তাদেরকে যদি আমি ঘরে রাখতে পারতাম এটা একটা ব্যাপার ছিল। আর দ্বিতীয়ত যে জায়গাগুলো বললাম যে ওই প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমাদের কিছু না কিছু ঘাটতি আছে এই ঘাটতি থাকার কারণে আমরা সেটা করতে পারলাম না এবং প্রপারলি বাস্তবায়ন করতে পারলাম না। এখন দেখেন যে এই অবস্থা করতে না পারার কারণে এখন যে অবস্থাটা দাঁড়ালো যে আমাদের লকডাউন একদিকে আমরা প্রপারলি করতে পারলাম না এখন আবার আন্দোলন করে নতুন করে করাও প্রতিশ্রুতি নিচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ দোকানপাট খুঁজে দেওয়ার জন্য দাবী করছে। এখন বলছে যে গার্মেন্ট চলছে গার্মেন্টস তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলছে। এখন দেখেন আগে মনে করা হতো গার্মেন্টসরা বুঝি সংক্রমণ হয় না। গার্মেন্টসরা কিন্তু সংক্রমণ হয় তো এখন সেই জায়গায় কিভাবে তারা মনিটরিং এবং ওখানে যাবে আসবে যেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে কারখানার কাছাকাছি থাকবে কিন্তু গবেষণায় বা অন্যান্য তথ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের মধ্যেও সংক্রমণ হয়েছে কিন্তু তারা টেস্ট করেনি।

জিল্লুর রহমানঃ রপ্তানি বেড়েছে রপ রপ্তানি বেড়েছে খোলায় খোলা থাকায়

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন রপ্তানি বেড়েছে কিন্তু আপনার তো জীবন আগে গুরুত্বপূর্ণ কারণ

জিল্লুর রহমানঃ এখন পরপারের পরপারের মানুষের রপ্তানি না বললেই হলো। মানে পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। জি...

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামঃ তো ইন্ট্রো টা আসলে সেটাই তো ইন্ট্রো টা দেখেন ওইদিন একটা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে গার্মেন্টস কারখানার মালিকরা মনে করে যে কোন আলাদা কি বেশি ইফেক্টিভ ওয়ার্কার্সদের তুলনায়। কিন্তু দেখা গেল যে ওয়ার্কার্সরা যে তারাও যে কন্ট্রামিনিটে হচ্ছে এবং এই যে লকডাউন সিচুয়েশনে তাদের ট্রান্সপোর্ট কিভাবে হবে যারা দূরে থাকে যারা কাছাকাছি থাকে তাদের জায়গাটা কিভাবে নিশ্চিত হবে তাদেরকে আর্থিক কোনো সহযোগিতা থাকবে কিনা কারখানার ভেতরেও নাকি থাকবে এরকম বলেছেন। তো যাই হোক এখন যে জায়গাটা হচ্ছে ওখানকার ম্যানেজমেন্ট যে জায়গাটা কিভাবে হচ্ছে? এবং সে জায়গাটা ধরেন যে আমরা তো খুবই ক্রান্তিকালে আসলে সরকার আসলে বাধ্য হয়ে কোন মুহূর্তের এ ধরনের একটা বিধি-নিষেধ দিল যেভাবেই সমালোচনা

করি আর যাই বলি সরকার তো একটা ভালো কাজের জন্য দিয়েছে। এটাতো আমাদের মানতে হবে এবং এই জায়গাটা আমাদের যেটা হচ্ছে আমরা একটা চরম সীমায় চলে গেছি এবং এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং সেটার জন্য আমাদের হয়তো বা কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট সাজেশন দিতে হবে যেটা কামরুল স্যারও আছে আমরাও ওনাদের বিভিন্ন পরিসরে বলেই ওগুলো হয়তো পরে সুযোগ পেলে আমি হয়তো আর একবার বলবো যে আমাদের হাতে এখন খুব বেশি সময়....

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর কামরুল হাসান খান আমাদের হাতে খুব বেশি সময়ও নেই। আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এবং শেষ আমরা একটি ভ্যাকসিনের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই যে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং বাংলাদেশে আসলে কি করনীয়?

ডা. কামরুল হাসান খানঃ এখানে একটি জিনিস আমি বলতে চাই যে কি করতে হবে এটা কিন্তু কঠিন কাজ নয়। এটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে আমাদের বাংলাদেশে জনসাধারণ সেই গাইডলাইনগুলো দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো সরকার নির্দিষ্ট পরিসরে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিন্তু আমরা দুর্বলতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে মনিটরিং এবং যে সুপারভিশনটা এবং যে ধরনের তৎপরতা থাকা উচিত সেই জায়গাটা আমরা খুব একটা লক্ষ্য করছি না। যে কারণেই মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে। মানুষের তো প্রয়োজন আছে এমনি তো মানুষ ঘোরাফেরা করে না। তাদের জরুরী প্রয়োজনে যাই সেখানে আমাদের তৎপরতা গুলো কিন্তু অবশ্যই বাড়াতে হবে একজন মানুষকে যেভাবে হোক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা কিন্তু আমাদের একেবারে শেষ পর্যায়ে সময় চলে এসছি আমরা এই সময়টা অবশ্যই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এখন ধরেন যে টিকার একটা সুফল আমরা পাচ্ছি সব জায়গাতেই যে ২ ডোজ যারা টাকা দিয়েছে তারা তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনাটা কমে যায় কিন্তু এই টিকার ও তো সংকট আছে আমরা শুরু থেকেই লক্ষ্য করেছি টিকা নিয়ে রাজনীতি আছে ব্যবসা তো আছে তারপরে আপনার মিডিয়ার একটা প্রতিযোগিতা আছে নানান কিছু মিলিয়ে টিকার একটা সংকট কিন্তু বিশ্বব্যাপী হয়েছে। এখনো সেই সংকট থেকে বেরোতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ উদ্যোগে যে টিকাটা সংগ্রহ করেছে সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যে ১ কোটি ৩ লক্ষ্য ডোজ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম যখন ১২০টি দেশ বিশ্বের যারা একটা ডোজও পায়নি। টিকা নিয়ে সত্যিকার অর্থে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব উদ্বিগ্ন না। কারণ আমাদের দেশে টিকা আসছে এবং টিকা আসবে এবং টিকার উপস্থিতি বাড়বে এ বছরের মধ্যে আমাদের টিকার যে বিষয় গুলো আছে সে সেগুলো সব আমাদের যে তথ্যগুলো আছে সব মিলিয়ে এটা বলা যায়। তবে আজকেও রাশিয়ার সাথে কিন্তু টিকার চুক্তি হয়ে গেছে এবং তাদের সাথে তিন কোটি ডোজ কেনার একটা চুক্তি হয়েছে। ৩ কোটি ডোজের চুক্তি হওয়ার কথা আমি সংখ্যাটা যদিও জানি না আমি দেখেছি কিছুক্ষণ আগে যে তাদের চুক্তি হয়েছে। চীনের সাথে দেড় কোটি ডোজের চুক্তি হয়েছে তারা এই মাস থেকে ৫০ লক্ষ ৫০ লক্ষ করে আনবে এবং বাংলাদেশ সরকার ১৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা তারা রেখেছে টিকার জন্যই এবং তারা যেটা বলেছে বিনামূল্যে সবাইকে দেবে এবং প্রতিমাসে ২৫ লক্ষ্য মানুষকে টিকা দেবে। এই ২৫ লক্ষ মানুষ দিলে হবে না আরো বাড়াতে হবে। আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু টিকা প্রদানের একটা বিশাল সক্ষমতা আছে যার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন ইউরোপ উপাধি পেয়েছে। যে কারণে আমাদের টিকাটা আরো বাড়াতে হবে এবং সবচেয়ে ভালো হয় যে প্রস্তুতির বিষয়ে যেখানে চীন বা রাশিয়ার সাথে মিলে কিভাবে প্রস্তুতি করা যায় সেই ব্যবস্থাটা নিলে সব চাইতে ভাল হয়। আমরা আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে টিকা প্রস্তুত করবে এবং আমাদের ধারণা যে ভারতের সাথে তিন কোটি টিকার চুক্তি আছে সেটা কিন্তু আপনার আলটিমেটলি আমরা পেয়ে যাবো তাদের সংখ্যাটি এখন পেতে যাচ্ছে আবার যদি বড় ধরনের সংকট হয় আমরা পেয়ে যাব। জনসন এন্ড জনসন থেকে সাত কোটি ডোজ কেনার সম্ভাবনা আছে এভাবে কিন্তু আর একটা বড় সুযোগ আমাদেরকে টানে। প্রোভেক্স প্রোভেক্স আমাদের ৬ কোটি ৮০ লক্ষ্য দোষ দেওয়ার কথা এবং তাদের দরজাটা খোলা হয়েছে। তারা দুইবার কিন্তু দিয়েছে ফাইজারের ১ লক্ষ্য ৬২০ ডোজ এবং মর্ডানার ২৫ লক্ষ্য ডোজ তারা দিয়েছে। আমরা এই জায়গাটা কিন্তু যদি ফাইজারের কাছ থেকে পেতে থাকি তাহলে আমার ধারণা যে এখনো আমার কাছে মনে হয়েছে যে টিকার অনেক দেশে

প্রাথমিক প্রয়োজনটা তারা মিটিয়েছে এখন এটা ব্যবসার দিকে চলে যাবে ব্যবসা করার জন্য তারা কিন্তু দ্বারে দ্বারে মানুষের পিচে পিচে কেনার জন্য ঘুরবে দেশের পিছে ঘুরবে। যে কারণে এখন আমাদের যেহেতু টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারও আমাদের বেশকিছু অর্থ দিচ্ছে ইএমডব্লিউ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই ধরনের আমরা দেখেছি। তো সেই সেবে আমি মনে করি যে ধারাটা শুরু হলো টিকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেখানে আমরা দেখেছি ২৫ ১০.২৫ এ বাড়িয়ে এনেছে এবং ছাত্রদের দেওয়া হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্টদের দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে ৪০ বছরের নিচে দেওয়া হবে এটা কিন্তু ঠিক নয় কারণ এদের যারা স্বাস্থ্যকর্মী তাদের কিন্তু সবাইকে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনেক যারা ছোট জুনিয়র ডক্টর তাদেরও দেওয়া হয়েছে বা যারা নার্স কিংবা আমাদের স্টাফ যারা তাদেরও দেওয়া হয়েছে যাই হোক সেই বিষয়টা বড় না আমাদের এখন ৫% মানুষ কে দেওয়া হয়েছে ১৬ কোটি মানুষকে যেখানে আমাদের ২৬ কোটি ডোজ পেতে হবে সেই জায়গাটায় যদি সংকট না আসে বিশেষ করে যারা টিকা প্রস্তুত করে তাহলে আমার মনে হয় টিকা নিয়ে আমারে চিন্তার বিষয় না। আর যেভাবে আমরা দেখি আমরা কিন্তু এক বছরের আগে এক দেড় বছর টিকার কারণে প্রতিরোধ করে ওঠা সেটা কিন্তু আমরা পাবোনা। কিন্তু আমাদের সংকটটা কিন্তু বর্তমান সংকট নির্দেশনার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে প্রধান রক্ষাকবচ এবং এটা আমাদের মানুষকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। কারণ আজকে কোরোনা আসছে কালকে নতুন একটা আসতে পারে কারণ হচ্ছে যে আপনার পরিবেশ ধ্বংস যেভাবে হয়েছে আমাদের নতুন নতুন সমস্যা কিন্তু সৃষ্টি হবে সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মানুষকে মান জন্য একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এই জায়গাটা কিন্তু আমরা খুব একটা কাজ করছি বলে আমাদের কাছে মনে হয় না সেই জায়গাটায় আমাদের সবাই মিলে সবাই মিলে এই জায়গাটা আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে আমরা মনে করি যে আমাদের এই মৃত্যুর হারটা সংক্রমণ হারটা কমে আসবে এটাই আমাদের ধারণা। আর ঈদের বিষয় আমি একটা বিশেষ কথা বলতে চাই ঈদ আমাদের বাংলাদেশের উৎসব উৎসব কিন্তু এবার করা যাবে না যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি চেয়ে সহসয় যে নেমে আসবে না আমরা মনে করি যে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ লকডাউন দেওয়া উচিত টানা। ন্যূনতম কক্ষে দুই সপ্তাহ এবং সে সময় নিজের মধ্যে পড়ে যাবে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা ধর্ম রীতিনীতি আমরা সবই মানবো কিন্তু আমাদের সেই জায়গাটা উৎসবের আয়োজনটা এবার করা ঠিক হবে না বলে আমরা মনে করি। উৎসবের আয়োজন করলে কিন্তু আবার সংক্রমণ হার বাড়বে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে। কেননা আমরা যদি সবাই মিলে এই পরিস্থিতি পরিবেশ আমরা মোকাবেলা করি বাংলাদেশকে রক্ষা করি আমাদের প্রিয়জনদেশ রক্ষা করি।

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর মঈনুল ইসলাম খুব ছোট্ট করে আমরা শেষ প্রান্তে।

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামঃ জি ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আমার যেটা মনে হয় যে আমি আসলে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং তারপর স্যারের সাথে একাত্মতা প্রদর্শন করেই আমি আমার আলোচনা শেষ করি।

জিল্লুর রহমানঃ বাট খুব ছোট্ট করে খুব ছোট্ট করে আমার হাতে বেশি সময় নেই।

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামঃ জি প্রথম কথা হচ্ছে যে জীবন এবং জীবিকার সাথে আমাদের বাস্তবতা সংযোগ হয়েছে কিনা এই প্রশ্নটা আমাদের রাখতে হবে। তুই নাম্বার চাইতে হচ্ছে যে সমস্যা এবং সম্ভাবনার যে সঠিক চিত্রায়ন এটি সম্ভব হয়েছে কিনা এবং সঠিক উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা নিচ্ছে কিনা সেটি দেখার বিষয়। তৃতীয়ত বলব যে কর্মসংস্থান এবং শ্রমবাজারের যে জায়গাটা এটা আমাদেরকেও গুরুত্ব রাখতে হবে এবং সামনে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী আমাদের সমাধান কিন্তু খুঁজতে হবে। সেই প্রেক্ষাপটে শেষ কথা যদি বলেন তাহলে বলব যে এই সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন সহজ কাজ মনে হলেও লকডাউনে কিন্তু যথেষ্ট নয় এবং এই বর্তমান সংক্রমণ পূর্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে আলোচনা আমরা একটু আগে বলেছি গ্রামে ছড়িয়ে গেছে এখন চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সংক্রমণের উৎসটা

যেটা খুঁজে বের করে পদক্ষেপ নিতে হবে রোগী ব্যবস্থা। আমি ম্যানেজমেন্টের জায়গা ধরবো আইসোলেশন স্ট্রেচিং সংস্পর্শে যারাই আছে একটু এদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া একই সাথে বাধ্যতামূলক টিকা প্রায়োরিটি গ্রুপ দিয়ে সবাইকে দিতে হবে এবং এতে কি হবে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকলেও মৃত্যু ঝুকি আমাদের কমাবে এবং স্বাস্থ্যবিধি সর্বোপরি এবং মাস্ক পরা এই মুহূর্তে আমি মনে করি এটা টিকার চেয়েও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত এই বলে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ প্রোফেসর মিস্টার মঈনুল ইসলাম এবং প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্যে। দর্শক দেশের কোভিড পরিস্থিতি গভীর সংকটের দিকে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা সংকটের দরজা অতিক্রম করেছি আমার অতিথিরা বলছিলেন এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ সাধ্য হবে না। সেজন্য উনারা মনে করেন কঠোর লকডাউন এর কোন বিকল্প নেই এবং সেটি ৩ সপ্তাহ হওয়া উচিত। ধর্মীয় আচার আচরণ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা পালন করব কিন্তু উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে নয় সেখান থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে স্বাস্থ্যবিধি এটা কঠোরভাবে মানতে হবে মাস্কটাকে প্রাথমিক ভ্যাকসিন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে মাস্কটাকে এবং মাস্ক নেওয়ার কানের সঙ্গে বা থুতনির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলে হবে না সেটা প্রপারলি পড়তে হবে ওয়েল সিটেড হতে হবে এবং সেই সাথে হাত ধোয়ার অভ্যাস শারীরিক দূরত্ব পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে। আইন বাংলাদেশে আসে কিন্তু আইন কেউ মানতে চায় না কেন মানতে চায় না সেটি ওনারা বারবার বলছিলেন যে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে কোন মিল থাকেনা। কার্যক্রমের মধ্যে কোন সমন্বয়ের অভাব যথেষ্ট রয়েছে কোন সমন্বিত পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাই না। এগুলো দরকার ভ্যাকসিন অবশ্যই জরুরি এবং ওনারা আশা করছেন যে ভ্যাকসিনটা বছরের মধ্যে হয়তো যে সংকট আছে সেটি কেটে যাবে এবং সরকারের দিক থেকে এটি যেন প্রায়োরিটি হয় যাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া উচিত দিয়ে যেন যতটা সম্ভব বলা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় নিয়ে আসা। যত দ্রুত সম্ভব এবং এই টিকা ২ ডোজ দিলেই যে আমরা পরবর্তী বছরগুলোতে ভালো থাকবো সেটির নিশ্চয়তায় এখন নেই সেজন্য ভ্যাকসিন উৎপাদন এর দিকেও দেশে যেন উৎপাদন হয় সেই ব্যবস্থাটাও করা দরকার এবং পরীক্ষা বাড়াবার কথা বারবার বলছিলেন যে পরীক্ষাটা বাড়াতে হবে এবং হসপিটাল আমাদের স্বাস্থ্য অবকাঠামো যা আছে সেটি দিয়ে আসলে পরিস্থিতি আর একটু খারাপ হলে সামাল দেওয়া যাবে না। সেজন্যে সেদিকটাতেই মনোযোগ দেওয়া দরকার অক্সিজেনের সরবরাহটা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সব মিলিয়ে আমাদের হেলথ কমিউনিকেশন অনেক দুর্বল উনারা বলছিলেন এবং ওই যে সনাক্ত করা আলাদা করা তারপরে চিকিৎসা করা সেই জায়গাগুলো নিশ্চিত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। নিরাপদে থাকুন এবং ঘরে থাকুন।